তাজউদ্দীন,স্বাধীনতার ইতিহাসের তাজ

লুৎফর রহমান রিটন

(৭৫-এর ০৩ নভেম্বর, ইতিহাসের ঘৃণ্য কলঙ্কিত জেলহত্যা দিবস স্মরণে)

বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসের তাজ
তাজউদ্দীন, তোমায় স্মরণ করছে স্বদেশ আজ।

একাত্তরে শক্ত হাতে কে ধরেছেন হাল
স্বাক্ষ্য দেবে নৈর্ব্যক্তিক কাল ও মহাকাল।
মুক্তিযুদ্ধ সংগঠনে বিশাল অবদান
ইতিহাসে তাজউদ্দীন তাই চির অম্লান।

এমন দিনে অনেক ঋণে স্মরণ করি তাঁকে
মেধা মনন বিলিয়ে দিলেন বাঙালি-বাংলাকে।
ইতিহাসের উপেক্ষিত নায়ক তাজউদ্দীন
জীবন দিয়ে শোধ করেছেন মাতৃভূমির ঋণ।

একাত্তরের গহীন ভয়াল অন্ধকারে জাতি
তিনি তখন আঁধার ঘরের অনিবার্য বাতি।
অনুচ্চস্বর মৃদুভাষী এবং প্রখর জ্ঞাণী
মর্যাদাবান বিনয়ী আর ভীষণ অভিমানী।
একশত ভাগ লয়াল ছিলেন শেখ মুজিবের প্রতি
বিনা বাক্যে তাই মেনেছেন সকল পরিণতি।

সবার উপর মুজিব সত্য এই কথাটি জেনে
লিডার মুজিব যা বলেছেন সেটাই নিতেন মেনে।
শ্রদ্ধা এবং আনুগত্যে মুজিব অন্ত প্রাণ
তাজউদ্দীনের কণ্ঠে বাজে মুজিব ভাইয়ের গান।
চোখ জুড়ে তাঁর ভালোবাসা বুক জুড়ে তাঁর মায়া
তাজউদ্দীনের মধ্যে ছিলো শেখ মুজিবের ছায়া।

যুদ্ধে পরিবারের কথা ভাবেন নি একবারও
এমনতরো দেশপ্রেমিকের প্রাপ্য ছিলো আরো।
বেঁচে থাকতে পাননি যথাপ্রাপ্য ও মর্যাদা
বাঙালিদের নিয়তি কি ষড়যন্ত্রেই বাঁধা?
শত্রুকে তাই বুকে টানি মিত্রকে দিই ঠেলে
ইতিহাসে বারংবারতো এই ইতিহাস মেলে!
অনাদরে অবহেলায় কষ্টে অভিমানে
তাজউদ্দীন দিন কাটাতেন, ইতিহাস তা জানে।

যার যেখানে থাকার কথা সে সেখানে থাকে?
দেশ মাতা কি সন্তানেরে যোগ্যাসনে রাখে?
আমৃত্যু নেতার প্রতি দায়বদ্ধ থেকে
তাজউদ্দীন জীবন দিয়ে প্রমাণ গেলেন রেখে
ইতিহাসের উপেক্ষিত নায়ক তাজউদ্দীন
জীবন দিয়েও রাখেন দেশের পতাকা উড্ডীন।

উপেক্ষাতে ক্ষুব্ধ ছিলেন, ছিলেন অভিমানী
জাতির পিতার সঙ্গে তবু করেন নি বেঈমানী।
খলের ছলে নিজের দলে ছিলেন নির্বাসিত
প্রলোভন আর মৃত্যুভয়ে ছিলেন না তো ভীত।
নেতার প্রতি দায়বদ্ধ ছিলেন আজীবন
মৃত্যুকে তাই করেছিলেন উদার আলিঙ্গন।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসের তাজ
তাজউদ্দীন, তোমায় স্মরণ করছে স্বদেশ আজ।

অটোয়া,কানাডা, ০৩ নভেম্বর ২০০৬
riton100@gmail.com